

ভুলুঠিত চেতনা উদ্ধারে উত্তাল বাংলাদেশ ।

পাকিস্তান তার প্রথম ২৩ বছরের শাসন আমলে মাত্র ২২টি ধনী পরিবার সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ মাত্র ৩৩ বছরে ২২ শত কোটিপতি সৃষ্টি করে বিরাট উন্নতি সাধন করেছে। এই কোটিপতিদের কাছাকাছির একজন লোক এরশাদ শিকদার, কয়েক দিন আগে যার ফাসি হয়ে গেল। এই কোটিপতি সৃষ্টির জন্য বঙ্গবন্ধুকে জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে ও দেশের ৯৯% লোকের জীবন দুর্বিসা করা হয়েছে। কালো টাকা দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রন করছে, সন্ত্রাসীদের হাতে মানুষ জিম্মি হয়েছে এবং রাজাকারেরা ক্ষমতা দখল করেছে। গ্রামাঞ্চলে সর্বহারাদের উত্থান ঘটছে এবং সর্বহারাদেরকে মোকাবেলার নামে সরকারী দল ও প্রশাসনের সহায়তায় মৌলবাদীদের প্রতিভূ বাংলা ভায়ের আগমন ঘটেছে।

খেলাপি ঋণ পুণতফসিলেকরণের নামে হাজার হাজার কোটি টাকার সুদ মওকুফ হচ্ছে। বিপরীতে ভর্তুকী দিয়ে মিল কারখানার চালু রাখা রোধ কল্পে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু মিল নামমাত্র মূল্যে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। অনাবিজ্ঞ নতুন মালিক মিল কারখানা বন্ধ করত মিলের সম্পত্তি বিক্রি করে মিল অলাভজনক ঘোষণা দিয়ে মূল্য পরিশোধের অপারগতা প্রকাশ করে ঋণ খেলাপীতে নাম লেখাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে সরকার মিল কারখানা বিক্রি বন্ধ করে আবার বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার নিজেই কারখানাগুলি বন্ধ ঘোষণা করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে চাকরীচ্যুত করছে।

বিগত ১৯৭৫ সালের বিয়োগান্ত ঘটনার পর থেকে বিশ্ব ব্যাংক সিদ্ধান্তবাদের দৈত্যের মত বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান। দেশে সত্যিকার সার্বভৌমত্ব এদের হাতে ন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষমতায় কোন দল আসবে তা নির্ধারণ করণে বিশ্ব ব্যাংকে লগ্নিকারী মার্কিন বিনিয়োগকারীরা। বাংলাদেশের বর্তমান জোট সরকার এদের প্রশ্রয় এবং চেষ্টায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠ হয়েছে। পাকিস্তানের পত্রিকার ভাষ্য মতে মার্কিন পরামর্শ অনুযায়ী ISI বাংলাদেশের ২০০১ সালের নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১০ কোটি টাকা ওয়াশিংটনে বসবাসরত পাকিস্তানী আই এস আই এজেন্ট সৈয়দ আদীব ও ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাসের বর্তমান প্রেস মিনিষ্টার, ইনকেলাব পত্রিকার মওলানা মন্তানের জামাই জনাব গোলাম আরশাদের মাধ্যমে বিএনপি জোটের হাতে পৌছে দেয়ার কাজে ন্যস্ত ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বিষয়টির উপর গফফার চৌধুরীর বেশ কয়েকটি লেখা বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠ হয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং বিরোধী শক্তি আওয়ামী লীগের উপর সন্ত্রাসীদেরকে লেলিয়ে দেয়। একের পর এক মুক্তিযোদ্ধা নিধন চলছে। যার সর্বশেষ শিকার আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাষ্টার। হত্যাকাণ্ডে জনগণ ক্ষিপ্ত। তাদের আন্দোলন ৫০ কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত গাজীপুরে অবস্থিত খোয়াব ভবনের উপর। ভবনটির মালিক হাওয়া ভবনের দ্বিতীয় ক্ষমতাস্বত্ব ব্যক্তির। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় আসামী হয়েছেন টঙ্গি ও গাজীপুরের প্রায় দশ হাজার নিরহ মানুষ। বিরোধী দলগুলির শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সংবিধানসম্মত কর্মপন্থাকে সশস্ত্র পুলিশ ও বিডিআরের সাহায্যে অবৈধভাবে গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন চলছে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্য পদে বিজয়কারী জোট সরকারের স্বৈরাচারী ও মৌলবাদী গণতান্ত্রিক শাসন।

দেশের সাধারণ বাঙ্গালীদেরকে এখন জামাতের নির্দেশিত ইসলামী ছবক দেয়া হচ্ছে। এর বিপরীতে বিদেশে বসবাসরত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ এবং পৃথিবীর সকল সমস্যার জন্য ইসলাম দায়ী তা প্রচার করা হচ্ছে। অর্থ্যাৎ মার্কিন ও ইস্রাইলী পররাষ্ট্র নীতি সন্ত্রাসী সৃষ্টির মূল কারণ তা লুকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আর দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বিপরীতে মৌলবাদী বড়ি খাওয়ানোর চেষ্টা চলছে। অর্থ্যাৎ বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টির প্রায়স।

ইহুদী-মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির সুবিধাভূগী বাংলা ভাই। এই নীতির ফলশ্রুতিতে ঋণখেলাপী ও কালো টাকার মালিক সৃষ্টি হয়েছে এবং বিএনপি ও মৌলবাদী জোট গঠিত হয়েছে। ফলে ধনী ও গরীবের বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিল কারখানা চালুর বিপরীতে বন্ধ করায় বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রামের এই বেকার যুবকেরা সুবিধা ও অর্থের লোভে যার যার সুযোগ মত সর্বহারা ও বাংলা ভাইয়ের খাতায় নাম লেখাচ্ছে ও লুঠপাট করছে। গ্রামীণ নারী উন্নয়নে যে সকল এনজিও কাজ করছে, তাদের উপর আঘাত হানা হচ্ছে, ফলে গ্রামীণ নারী উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না। সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। সমাজ পরিবর্তনের যে অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এবং সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হওয়ায়, বাংলাদেশ ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালের মত আবার উত্তাপ্ত হয়ে উঠছে।

বিএনপি অথবা আওয়ামী লীগ যিনিই ক্ষমতায় অধিষ্ঠ হোন সমাজ কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া সমাজে স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে সক্ষম হবেন না। রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হবে, না ১৯৭১ এর মত সংহাত যাবে, তা সময় নির্ধারণ করবে। তবে সময় খুবই দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন ঘটনায় বারুদের আগুনের ফুলকির মত আগ্নেয়গিরির অস্মুৎপাত বাংলাদেশে ঘটে যেতে পারে।

সেতারা হাশেম ০৫/১৪/০৪